নবম অধ্যায়

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থা এবং স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান

রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের সংস্থাসমূহ বিভিন্ন সেবা বিশেষ করে বিদ্যুৎ, জ্বালানি, গ্যাস ও পরিবহণ খাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দেশে বিদ্যমান ৪৯টি অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় মোট পরিচালন রাজস্ব ছিল ১,৮৭,৬০৯.০২ কোটি টাকা, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ৩,৪০,৮৩১.৮৩ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। উৎপাদন ব্যয়ের নিরিখে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মূল্য সংযোজনের পরিমাণ ছিল ২৬,০৫৫.৩৭ কোটি টাকা, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ২৮,৭৯৪.৬৯ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের হিসাব মতে, সামগ্রিকভাবে এসব সংস্থার নীট মুনাফা হয়েছে ১৩৮.০৪ কোটি টাকা। অন্যদিকে, যে সব সংস্থা মুনাফা করেছে তারা লভ্যাংশ হিসেবে একই সময়ে ১,৯৩৩.৫২ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেছে। জুন, ২০২৪ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় সংস্থার নিকট মোট ডিএসএল বাবদ পাওনার পরিমাণ ছিল ২,১৮,৫৫৩.২৮ কোটি টাকা এবং রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিকট ৩০টি রাষ্ট্রীয় সংস্থার মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ৪৭,৬৩৩.৫৯ কোটি টাকা, যার মধ্যে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ হচ্ছে ১৯৮.৬১ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৪৯টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার মোট সম্পদের ওপর পরিচালন মুনাফার হার ২.২৫ শতাংশ হলেও তা হ্রাস পেয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১.০১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। পরিচালন রাজস্বের উপর নীট মুনাফার হার ২০২২-২৩ অর্থবছরে ০.০৩ শতাংশ এবং ইক্যুইটির উপর লভ্যাংশের হার ০.৯২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সম্পদের টার্নওভার পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০২২-২৩ অর্থবছরের সম্পদ ব্যবহারে দক্ষতা ২০১৮-১৯ অর্থবছরের তুলনায় সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশে বর্তমানে ২৩২টি স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান অলাভজনকভিত্তিতে স্বল্পমূল্যে বা বিনামূল্যে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে আইন বা অধ্যাদেশমূলে সৃজন করা হয়। আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনায় অধিকতর স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে থাকে। সরকার এ সকল প্রতিষ্ঠানকে অনুদান (Grants in Aid) প্রদানের মাধ্যমে অর্থায়ন করে থাকে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এসকল প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য সরকার প্রদত্ত মোট প্রদত্ত অনুদানের পরিমাণ ৫০,৭৮৩.১৫ কোটি টাকা, যা জাতীয় বাজেটের ৬.৬৭ শতাংশ এবং জিডিপির ১.০১ শতাংশের সমান।

(ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থা

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থার অ-আর্থিক (Non- financial) শ্রেণীভুক্ত মোট ৪৯টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্লাসিফিকেশন (BSIC) অনুযায়ী ৭টি সেক্টরে বিভক্ত করে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার অর্থনৈতিক ও আর্থিক বিশ্লেষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। এসব সংস্থার শ্রেণিবিন্যাস সারণি ৯.১ এ দেখানো হলো:

সারণি ৯.১: রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহ (অ-আর্থিক)

ক্র: নং	সেক্টর	সংস্থার সংখ্যা	সংস্থার নাম
১।	শিল্প	৬টি	বাংলাদেশ বস্ত্রশিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন, বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন।
২।	বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি	৬টি	বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা), বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ, খুলনা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ, এবং রাজশাহী পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ।
৩।	পরিবহণ ও যোগাযোগ	৯টি	বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্পোরেশন, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন এবং পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ।
৪।	বাণিজ্য	৩টি	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ জুট কর্পোরেশন ।
৫।	কৃষি ও মৎস্য	২টি	বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন।
৬।	নির্মাণ	৬টি	রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ।

ক্র: নং	সেক্টর	সংস্থার সংখ্যা	সংস্থার নাম
৭।	সার্ভিস (সেবাসমূহ)	১৭টি	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, বাংলাদেশ চা বোর্ড, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন, বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র, নভোথিয়েটার, এবং বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড (বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র) ।
		৪৯টি	

রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার উৎপাদন ও উপাদান আয়

২০১৮-১৯ অর্থবছরে দেশে বিদ্যমান ৪৯টি অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় মোট পরিচালন রাজস্ব ছিল ১৮৭,৬০৯.০২ কোটি টাকা, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৪০,৮৩১.৮৩ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। এ সময়ের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ১৬.১০ শতাংশ। উৎপাদন ব্যয়ের নিরিখে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মূল্য সংযোজনের পরিমাণ ছিল ২৬,০৫৫.৩৭ কোটি টাকা, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২৮,৭৯৪.৬৯ কোটি টাকায়। মূল্য সংযোজনের প্রবৃদ্ধির হার ছিল ২.৫৩ শতাংশ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৪৯ টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার পরিচালন উদ্বৃত্ত ছিল ১১,৪৫৯.৪৮ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরে তা হ্রাস পেয়ে ৮,০৬১.৪৫ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। সারণি ৯.২ এ ২০১৮-১৯ থেকে ২০২২-২৩ পর্যন্ত ৪৯ টি অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার রাজস্ব, মূল্য সংযোজন এবং প্রবৃদ্ধির হার দেখানো হলো।

সারণি ৯.২: ৪৯ টি অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার রাজস্ব, মূল্যসংযোজন এবং প্রবৃদ্ধির হার

(কোটি টাকায়)

খাত	অর্থবছর					প্রবৃদ্ধির হার (২০১৮-১৯ হতে ২০২২-২৩) পর্যন্ত
	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩*	
পরিচালন রাজস্ব	১৮৭,৬০৯.০২	১৭৪,১৭৬.৬০	১৯৬,০১১.১৩	২৫৭,৬১২.১৯	৩৪০,৮৩১.৮৩	১৬.১০
ক্রীত পণ্য ও সেবা	১৬১,৫৫৩.৬৫	১৪২,৪৮৭.১১	১৬০,৪৬০.৩৪	২৩৪,৮৫৩.৫০	৩১২,০৩৭.১৪	১৭.৮৯
মূল্য সংযোজন: উৎপাদন ব্যয়ের হিসাবে	২৬,০৫৫.৩৭	৩১,৬৮৯.৪৯	৩৫,৫৫০.৭৯	২২,৭৫৮.৬৯	২৮,৭৯৪.৬৯	২.৫৩
বেতন ও ভাতাদি	৬,৯০১.২৫	৬,৮৫১.৬৪	৬,৩০৮.৩৫	৬,১৬৯.৭৫	৬,৬৯৫.০০	(০.৭৬)
অবচয়	৭,৬৯৪.৬৪	১১,৬৯৬.৮৮	১০,৪৯০.৬১	১১,৭৬১.৯৩	১৪,০৩৮.২৪	১৬.২২
পরিচালন (উদ্বৃত্ত/লোকসান)	১১,৪৫৯.৪৮	১৩,১৪০.৯৭	১৮,৭৫১.৮৩	৪,৮২৭.০১	৮,০৬১.৪৫	(৮.৪২)

উৎস: মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ। *সাময়িক

নীট মুনাফা/লোকসান

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থার নীট মুনাফা/লোকসানের বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-২১.১ এবং ২১.২ এ দেখানো হলো। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ৪৯টি অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার নীট মুনাফা ছিল ১০,৬৭৭.২৩ কোটি টাকা যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরে নীট মুনাফা হয় ১০,৭১০.৯৬ কোটি টাকা এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৫,১৫৯.৬১ কোটি টাকা। তবে, পরবর্তী দুই বছরে এই উর্ধ্বমুখী প্রবণতা বিপরীত হয়ে যায়। ২০২১-২২ অর্থবছরে নীট মুনাফা দাঁড়ায় ১,৭০৮.০৬ কোটি টাকায় এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে আরও কমে দাঁড়ায় ১৩৮.০৪ (সাময়িক) কোটি টাকায় (লেখচিত্র ৯.১)। সংশোধিত প্রাক্কলন অনুযায়ী, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে নিট ক্ষতি ৫,৯৮৯.৮৭ কোটি টাকা হবে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থাগুলোর মধ্যে, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (BPC) ২০২২-২৩ অর্থবছরে সর্বোচ্চ নিট লাভ অর্জন করেছে, যা ছিল ৫,৬৫৩.৯৫ কোটি টাকা, এর পরেই রয়েছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (BTRC) এবং বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (CAAB)।

লেখচিত্র ৯.১: ৪৯টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার কর পরবর্তী নিট মুনাফা (কোটি টাকা)

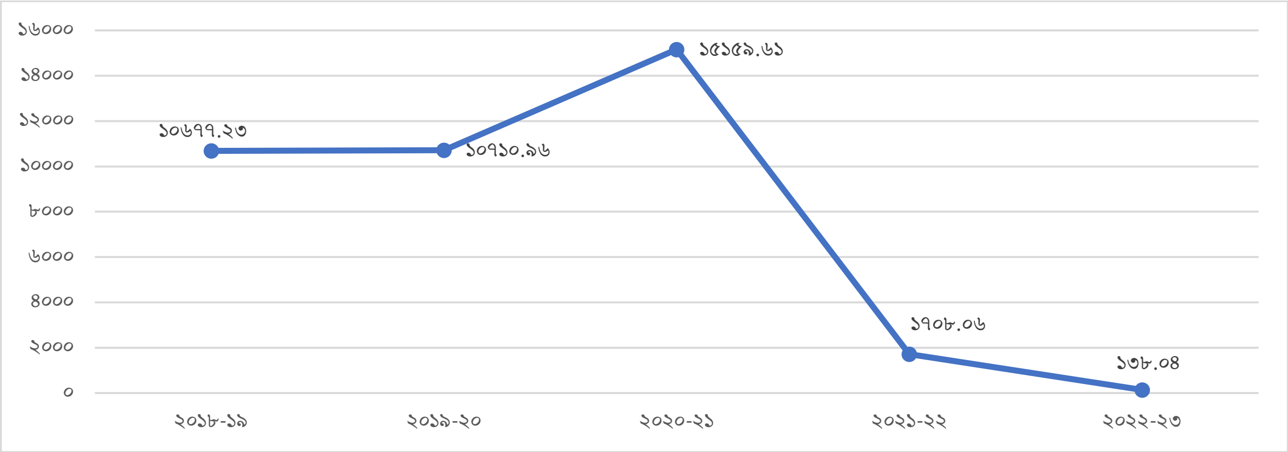

সরকারি কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান

২০২১-২২ অর্থবছরে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলো (SOEs) লভ্যাংশ হিসাবে সরকারি কোষাগারে ৮৭৯.৮৪ কোটি টাকা প্রদান করে, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,৯৩৩.৬৮ কোটি টাকায়।

তবে, সংশোধিত হিসাব মতে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ কমে দাঁড়িয়েছে ১,০৩৭.২২ কোটি টাকায়(সারণি ৯.৩ এবং লেখচিত্র ৯.২)। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহ কর্তৃক সরকারি কোষাগারে প্রদত্ত লভ্যাংশের বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-২২.১ এবং ২২.২ এ দেখানো হলো।

সারণি ৯.৩: ২০২২-২৩ অর্থবছরে সরকারের কোষাগারে লভ্যাংশের অবদান

ক্র.ন	খাত	কোটি টাকা
১	ম্যানুফ্যাকচারিং	১.০০
২	বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি	৪৪৮.৮০
৩	পরিবহন ও যোগাযোগ	১০৯.৯৯
৪	বাণিজ্যিক	৭০০.০০
৫	কৃষি ও মৎস	০.১০
৬	নির্মাণ	১৩.৫৩
৭	সেবা	৬৬০.১০
	মোট	১৯৩৩.৫২

লেখচিত্র ৯.২: ২০২২-২৩ অর্থবছরে সরকারের কোষাগারে লভ্যাংশের অবদানের শতাংশ

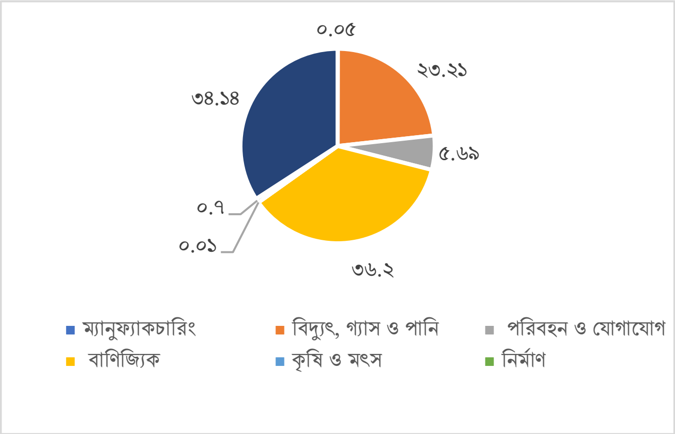

সরকারি অনুদান/ভর্তুকি প্রদান

সরকার ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৭টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে অনুদান/ভর্তুকি হিসেবে ১,৪৭৪.৬৮ কোটি টাকা প্রদান করেছে।

সংশোধিত হিসাব মতে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১৭টি রাষ্ট্রীয় সংস্থাকে প্রদত্ত অনুদান/ভর্তুকির পরিমাণ ১,৫০৭.৭১ কোটি টাকা।

২০২২-২৩ অর্থবছরে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্তৃপক্ষকে ৫২৯.৭৪ কোটি টাকা, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনকে ৪৬০.৪৩ কোটি টাকা এবং বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনকে ১৮৯.০২ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, ১৭টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলোর মধ্যে BIWTC একমাত্র প্রতিষ্ঠান যা প্রতি বছর ০.৫০ কোটি টাকা ভর্তুকি পেয়েছে। তবে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত হিসাব

অনুযায়ী, এই ১৭টি মালিকানাধীন সংস্থাগুলোকে বরাদ্দকৃত অনুদান/ভর্তুকির পরিমাণ ১,৫০৭.৭১ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলো-কে সরকারী অনুদান এবং ভর্তুকি প্রদানের পরিমাণ সারণি ৯.৪-এ দেখানো হলো:

সারণি ৯.৪: রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় সরকারি অনুদান/ভর্তুকির (প্রত্যক্ষ) পরিমাণ

(কোটি টাকায়)

কর্পোরেশন/প্রতিষ্ঠানের নাম	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩ (সাময়িক)	২০২৩-২৪ (সংশোধিত)
বিজেএমসি	৩৫.৮৪	৪১.৩৫	৩৭.৫১	-	-	-
বিআইডব্লিউটিসি	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০
আরডিএ	৪.০০	৩.০০	৩.০০	৩.১৮	২.৩৯	৩.৫০
বিআইডব্লিউটিএ	৪২৭.৫৯	৫০৪.৭৯	৫০৭.৮৫	৫১৯.২৬	৫২৯.৭৪	৫২৭.৮০
বিএসসিআইসি	২০৮.৪৯	১৯৩.৯৮	১৯৭.০০	১৯৪.০৬	১৮৯.০২	১৯১.০৯
বিএসবি	২৬.৯৪	৩০.৫০	৩৩.৭০	৩০.০৬	২৬.৬৭	২৬.১৮
ইপিবি	২৮.৬৯	২৬.১৮	২৪.৩০	২৫.৪১	২৪.৩৫	১২.৯১
বিএডিসি	৪১৫.৭৪	৪৭৭.২৯	৪৫৬.০০	৪৫৬.৩০	৪৬০.৪৩	৪৮২.১৭
এনএইচএ	২০.০০	১৮.৭৭	১৯.০০	১৮.৭২	১৫.০২	১৮.২০
বেজা	৭৩.৯৯	৭৩.৯৯	৪৪.১৩	৪৪.১৩	৩৬.৭৮	৪১.৩২
খুলনা ওয়াসা	১৫.৫০	১৫.৫০	১৬.০০	১৬.০০	১৩.৮৫	১১.৪৩
রাজশাহী ওয়াসা	২৩.৭৩	২২.২৭	২৩.৬৪	২৪.১৬	২০.৫৭	২২.৬৪
বিএসআরটিআই	৬.১৯	৬.৫৬	-	-	-	-
নভো থিয়েটার	৫.১৩	৫.৭১	৫.১০	৫.৫৭	৪.৫২	৮.৯৭
সিবিডিএ	১২.০০	১২.০০	৭.৫৫	৭.৫৫	৫.৭২	৭.১৮
বিটাক	৫৭.৪০	৬২.৫৮	৬২.৫৮	৬২.৩৬	৫৭.৬৩	৫২.৪০
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ					৮৭.৪৯	১০১.৪২
মোট	১,৩৬১.৭৩	১,৪৯৪.৯৭	১,৪৩৭.৮৬	১,৪০৭.২৬	১,৪৭৪.৬৮	১,৫০৭.৭১

উৎস: মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ।

সরকারি দায়-দেনা (Debt Service Liabilities)

অর্থ বিভাগের ডিএসএল অধিশাখা ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত ১৪২টি স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত/স্থানীয় (স্ব-শাসিত) সংস্থার বকেয়ার পরিমাণ নির্ধারণ করেছে। হিসাবমতে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এসব অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার নিকট মোট বকেয়ার পরিমাণ দাঁড়ায় ২,১৮,৫৫৩.৭৫ কোটি টাকা। সরকারের ডিএসএল পাওনা ও আদায়ের সাময়িক হিসাব পরিশিষ্ট-২৩ এ দেখানো হলো।

ব্যাংক ঋণ

৩০টি রাষ্ট্রীয় সংস্থার নিকট রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের জুন, ২০২৪ পর্যন্ত মোট ৪৭,৬৩৩.৫৯ কোটি টাকা ঋণস্থিতি রয়েছে, যার মধ্যে শ্রেণি বিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ হচ্ছে ১৯৮.৬১ কোটি টাকা। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহের বকেয়া ও শ্রেণি বিন্যাসকৃত ঋণের ক্রমপুঞ্জিভূত পরিমাণ পরিশিষ্ট-২৪ এ দেখানো হলো।

রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার আর্থিক বিশ্লেষণ

বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রায় সব সম্পদ এবং ঋণ সরকার অথবা রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো (এসসিবি) প্রদান করে থাকে। তাই রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার আর্থিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মোট সম্পদের উপর মুনাফার হার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪৯টি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পদ ছিল ৭,৯৫,৭৮০.৭২ কোটি টাকা, যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ছিল ৫,০৯,৬৫১.০৫ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরের হিসাব অনুযায়ী, সম্পদের ৩৫ শতাংশ ছিল স্বল্পমেয়াদী দায়, ৩৯ শতাংশ ছিল দীর্ঘমেয়াদী দায় এবং ২৬ শতাংশ ছিল শেয়ারহোল্ডারের মূলধন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪৯টি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পদ ছিল ৭,৯৫,৭৮০.৭২ কোটি টাকা সারণি ৯.৫ এবং লেখচিত্র ৯.৩ এ ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত ৪৯টি অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার অর্জিত মুনাফার পরিমাণ এবং তাদের আর্থিক কার্যক্রমের চিত্র উপস্থাপন করা হল।

সারণি ৯.৫: ৪৯ টি অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহের অর্জিত মুনাফা (কোটি টাকায়)

খাত	অর্থবছর					প্রবৃদ্ধির হার (২০১৮-১৯ হতে ২০২২-২৩)
	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩*	
১। পরিচালন রাজস্ব	১৮৭,৬০৯.০২	১৭৪,১৭৬.৬০	১৯৬,০১১.১৩	২৫৭,৬১২.১৯	৩৪০,৮৩১.৮৩	১৬.১০
২। পরিচালন উদ্বৃত্ত	১১,৪৫৯.৪৮	১৩,১৪০.৯৭	১৮,৭৫১.৮৩	৪,৮২৭.০১	৮,০৬১.৪৫	(৮.৪৩)
৩। পরিচালন বহির্ভূত রাজস্ব	৪,৬৮৯.২৮	৫,২৩৪.৬০	৫,৬৭০.৪৩	৫,৩২১.৯৯	৬,৬৫৭.৯৭	৯.১৬
৪। কর্মচারী অংশীদারি তহবিল	৭৭.২৬	৭৫.৫১	৭০.৭৫	৭৪.৩০	৯৬.১৭	৫.৬৩
৫। সুদ	৩,৮৫১.৩৮	৩,৯৫৬.৬৯	৪,০৭৬.২১	৪,৬৫১.৯৯	৫,৬৫৮.২৮	১০.০৯
৬। করপূর্ব নীট লাভ/লোকসান	১২,১১৫.৮০	১৪,২৯৩.১০	২০,২৭২.৭৫	৪,৮০৮.৫৫	৬,০৮৮.৫৭	(১৫.৮০)
৭। কর	১,৪৩৮.৫৭	৩,৫৮২.১৪	৫,১১৩.১৪	৩,১০০.৪৯	৫,৯৫০.৫৩	৪২.৬১
৮। কর উত্তর নীট লাভ/লোকসান	১০,৬৭৭.২৩	১০,৭১০.৯৬	১৫,১৫৯.৬১	১,৭০৮.০৬	১৩৮.০৪	(৬৬.২৮)
৯। লভ্যাংশ (ডিভিডেন্ড)	৯২০.০৬	১,৪২৪.২১	১,২৭৮.৮১	৮৭৯.৮৪	১,৯৩৩.৫২	২০.৪০
১০। সংরক্ষিত আয়	৯,৭৫৭.১৭	৯,২৮৬.৭৫	১৩,৮৮০.৮০	৮২৮.২২	(১,৭৯৫.৬৪)	(৩৪.২৫)
১১। মোট বিনিয়োগ/ফান্ড	৫০৯,৬৫১.০৫	৫৫৫,৭৮০.২৭	৫৮৭,৮৪৩.৪৪	৬৬১,০০৭.৭৪	৭৯৫,৭৮০.৭২	১১.৭৮
১২। ইক্যুইটি	১২২,১৯২.৭১	১৭৮,০৯২.৬২	২০৯,৯৬৫.০৯	২০২,১৩৫.৪৯	২১০,২০৩.৩৭	১৪.৫২
১৩। মোট সম্পদের উপর পরিচালন মুনাফার হার (২/১১)	২.২৫	২.৩৬	৩.১৯	০.৭৩	১.০১	(১৮.১৫)
১৪। পরিচালন রাজস্বের ওপর নীট মুনাফার হার (৮/১)	৫.৬৯	৬.১৫	৭.৭৩	০.৬৬	০.০৩	(৭৩.০৫)
১৫। ইক্যুইটির ওপর লভ্যাংশের হার (৯/১২)	০.৭৫	০.৮০	০.৬১	০.৪৪	০.৯২	৫.১৪
১৬। মোট সম্পদের টার্নওভার (১/১১)	০.৩৭	০.৩১	০.৩৩	০.৩৯	০.৪৩	৩.৮৩

উৎস: মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ,* সাময়িক হিসাব

লেখচিত্র ৯.৩: ৪৯টি সরকারি মালিকানাধীন উদ্যোগের আর্থিক কর্মক্ষমতা

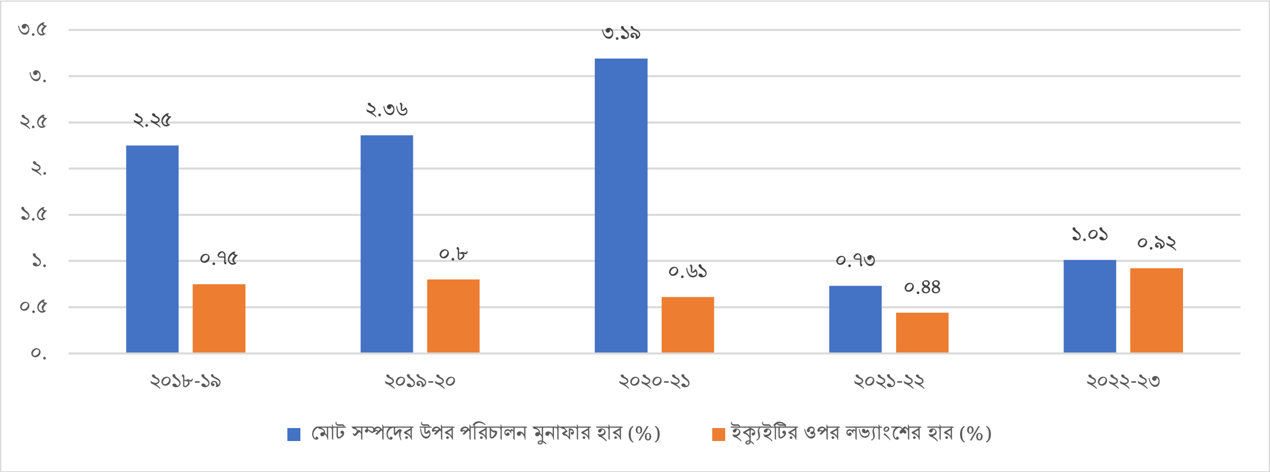

উৎস: মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ।

সারণি ৯.৫ হতে দেখা যায়, ৪৯ টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার মোট সম্পদের ওপর পরিচালন মুনাফার হার (ROA) ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ছিল ২.২৫ শতাংশ, ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩.১৯ শতাংশ এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে ছিল ৩.১৯ শতাংশ যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ১.০১ শতাংশে। ইক্যুইটির উপর লভ্যাংশের হার ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ছিল ০.৭৫ শতাংশ, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ০.৯২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সম্পদের টার্নওভার পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০২২-২৩ অর্থবছরের সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতা ছিল ০.৪৩ শতাংশ, যা ২০২০-২১ অর্থবছরের ০.৩৩ শতাংশের তুলনায় বেশি।

(খ) স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত এবং সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা অপরিহার্য। মূলত অলাভজনকভিত্তিতে স্বল্পমূল্যে বা বিনা মূল্যে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এ সকল প্রতিষ্ঠান আইন বা অধ্যাদেশমূলে সৃজন করা হয়। সরকারি চাকুরি আইন ২০১৮ অনুযায়ী স্ব-শাসিত সংস্থা অর্থ আপাতত বলবৎ কোন আইনের বিধান দ্বারা অথবা তার অধীনে প্রতিষ্ঠিত বা গঠিত এবং স্ব-শাসনে পরিচালিত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোন কমিশন অথবা কোন কর্তৃপক্ষ, কর্পোরেশন, ইনস্টিটিউশন বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, যার স্বতন্ত্র আইনগত সত্তা রয়েছে [ধারা-২ (১৮)]। এ প্রতিষ্ঠানসমূহ জনসেবা প্রদান, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা, সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম তত্ত্বাবধান, নিয়ন্ত্রণ, পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়ন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এ সকল প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পর্ষদ বা গভর্নিং বডির মাধ্যমে পরিচালিত হয়। আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনায় অধিকতর স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে থাকে।

স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহকে রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে সহায়তা প্রদান করা হয়, যা অনুদান (Grants in Aid) বলে পরিচিত। এ অনুদানের পরিমাণ প্রতিষ্ঠানের চাহিদা এবং নিজস্ব আয়ের ওপর নির্ভর করে। স্ব স্ব আইনে স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য নিজস্ব তহবিল গঠনের বিধান রয়েছে। উক্ত তহবিলে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয়, সরকারের নিকট হতে প্রাপ্ত অনুদান, দেশি বা বিদেশি সংস্থা হতে প্রাপ্ত ঋণ এবং অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত আয় অন্তর্ভুক্ত থাকে।

স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা

বাংলাদেশে বর্তমানে ২৩২টি স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ২০টি কর্তৃপক্ষ, ১২টি কমিশন, ২৭টি বোর্ড, ৫৮টি বিশ্ববিদ্যালয়, ১৫টি একাডেমি, ৩৩টি ইনস্টিটিউট, ২৩টি কাউন্সিল, ১৮টি ট্রাস্ট, ১০টি ফাউন্ডেশন, ০৫টি কেন্দ্র, ০৫টি সংস্থা এবং ০৬টি বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান রয়েছে (সংযোজনী-১)।

এছাড়া, বাংলাদেশে ০৭ ধরনের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সংশ্লিষ্ট আইন অনুসারে এ সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে পরিগণিত। এ সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১২টি সিটি কর্পোরেশন, ৩২৯টি পৌরসভা, ৬১টি জেলা পরিষদ, ৪৯৫টি উপজেলা পরিষদ, ৪৫৭৩টি ইউনিয়ন পরিষদ, ০৩টি পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং ০১টি পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদসহ মোট ৫,৪৭৪টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে Transfer-এর মাধ্যমে অর্থায়ন করা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশে প্রতি বছর নতুন নতুন স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হচ্ছে। সরকারি সেবা সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সুফল জনসাধারণের নিকট পৌঁছানোর লক্ষ্যে বিগত এক দশকে ৬৬টি প্রতিষ্ঠান (২০১৪-২টি, ২০১৫ -৫টি, ২০১৬ -১১টি, ২০১৭ -৪টি, ২০১৮ -১৩টি, ২০১৯ -৬টি, ২০২০ -৬টি, ২০২১ -৪টি, ২০২২ -২টি ও ২০২৩ -১৩টি) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহে বরাদ্দকৃত বার্ষিক অনুদান (Grants in Aid)

স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রতিবছর সরকার পরিচালন (Operating) ও উন্নয়ন (Development) খাতে অনুদান (Grants in Aid) বাবদ আর্থিক বরাদ্দ প্রদান করে থাকে। এ সকল প্রতিষ্ঠানে পরিচালন খাতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১০,২৫৩.৮২ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এ বরাদ্দের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দাঁড়ায় ১৪,৩৬৯.৩৪ কোটি টাকায়। উন্নয়ন বরাদ্দের ক্ষেত্রে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১১০টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২২,৮৬৯.৯৯ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়, যা ক্রমান্বয়ে বেড়ে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দাঁড়ায় ৩৬,৪১৩.৮১ কোটি টাকায়। বিগত ২০১৯-২০ অর্থবছর হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত এ সকল প্রতিষ্ঠানে পরিচালন ও উন্নয়ন খাতে সরকারের মোট বরাদ্দ নিম্নে প্রদর্শিত হলো (লেখচিত্র ৯৪.ও লেখচিত্র ৯.৫):

লেখচিত্র ৯.৪: বিগত ৫ অর্থবছরে স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের জন্য পরিচালন খাতে বরাদ্দকৃত অনুদানের পরিমাণ (কোটি টাকা)

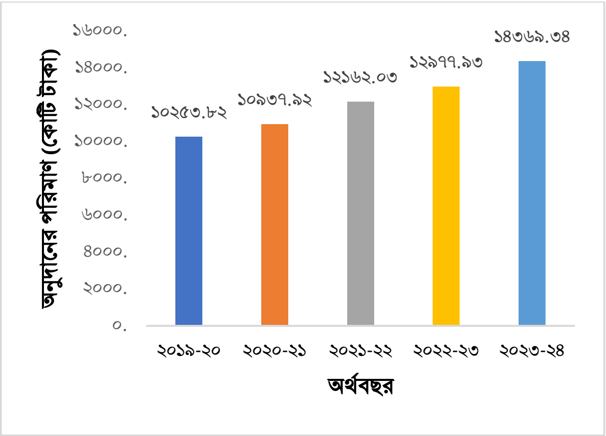

উৎস: iBAS++

২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট ২৭৩টি বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানকে পরিচালন বাবদ ১৭,৫২৪.৯৩ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়, তন্মধ্যে ১৩৭টি স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানকে ১৪,৩৬৯.৩৪ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। শতকরা হিসেবে স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহকে পরিচালন খাতে মোট প্রদত্ত অনুদানের ৮২ শতাংশ প্রদান করা হয় এবং অন্যান্য ধরনের ১৩৬টি প্রতিষ্ঠানকে পরিচালন বাবদ মোট ৩,১৫৫.৫৯ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয় যা অনুদান বাবদ মোট বরাদ্দের ১৮ শতাংশ (লেখচিত্র ৯.৬)।

লেখচিত্র ৯.৫: বিগত ৫ অর্থবছরে স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের জন্য উন্নয়ন খাতে বরাদ্দকৃত অনুদানের পরিমাণ (কোটি টাকা)

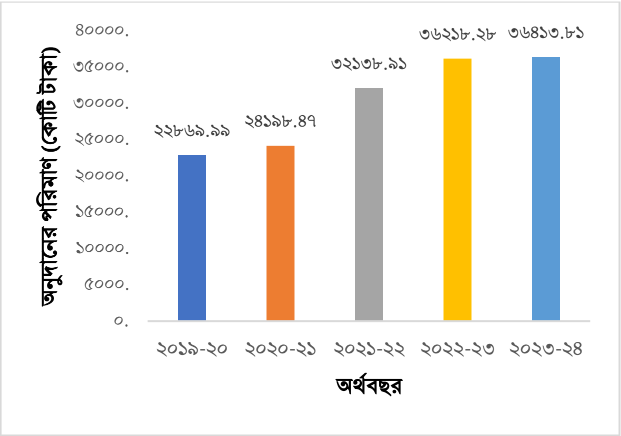

উন্নয়ন অনুদান প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১১৩টি বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানকে ১,১৮,০৫৭.৬৮ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে, তন্মধ্যে ৫৫টি স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানকে ৩৬,৪১৩.৮১ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়, যা মোট উন্নয়ন অনুদানের প্রায় ৩১ শতাংশ। অপরদিকে অন্যান্য ধরনের ৫৮টি প্রতিষ্ঠানকে মোট ৮১,৬৪৩.৮৭ কোটি টাকা বা মোট উন্নয়ন অনুদানের ৬৯ শতাংশ প্রদান করা হয় (লেখচিত্র ৯.৭)।

লেখচিত্র ৯.৬: ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পরিচালন খাতে স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্য বরাদ্দকৃত অনুদানের পরিমাণ (কোটি টাকা)

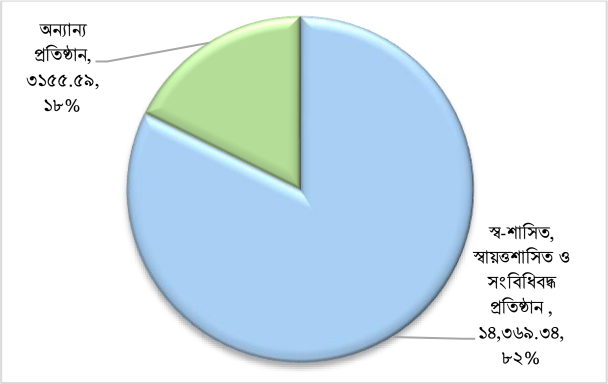

উৎস: iBAS++

লেখচিত্র ৯.৭: ২০২৩-২৪ অর্থবছরে উন্নয়ন খাতে স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্য বরাদ্দকৃত অনুদানের পরিমাণ (কোটি টাকা)

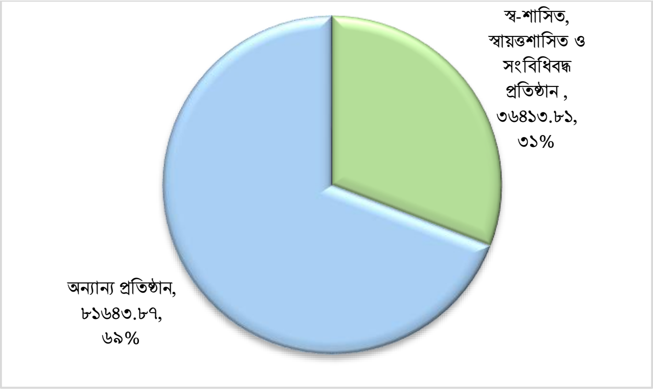

২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানকে পরিচালন ও উন্নয়ন অনুদান বাবদ মোট ১,৩৫,৫৮২.৬১ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়, যা জাতীয় বাজেটের ১৭.৮০ শতাংশ এবং জিডিপির ২.৬৯ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মোট প্রদত্ত

অনুদানের পরিমাণ ৫০,৭৮৩.১৫ কোটি টাকা, যা জাতীয় বাজেটের ৬.৬৭ শতাংশ এবং জিডিপির ১.০১ শতাংশের সমান।

মন্ত্রণালয় ভিত্তিক বরাদ্দ পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১৩৭টি স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পরিচালন খাতে ১৪,৩৬৯.৩৪ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয় (লেখচিত্র ৯.৬)। পরিচালন খাতে সর্বোচ্চ অনুদান প্রাপ্ত ১০টি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ১২,৭৩০.৯৯ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এ ১০টি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বরাদ্দের পরিমাণ পরিচালন খাতে স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বরাদ্দকৃত মোট অনুদানের ৮৮ শতাংশের অধিক।

অপরদিকে, উন্নয়ন অনুদানের ক্ষেত্রে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রাপ্ত ১০টি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বরাদ্দের পরিমাণ ৩৪,৪৫৯.৭৯ কোটি টাকা, যা উন্নয়ন খাতে স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বরাদ্দকৃত মোট অনুদানের ৯৪ শতাংশের অধিক (লেখচিত্র ৯.৯)।

লেখচিত্র ৯.৮: ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পরিচালন খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রাপ্ত অনুদানের পরিমাণ (কোটি টাকা)

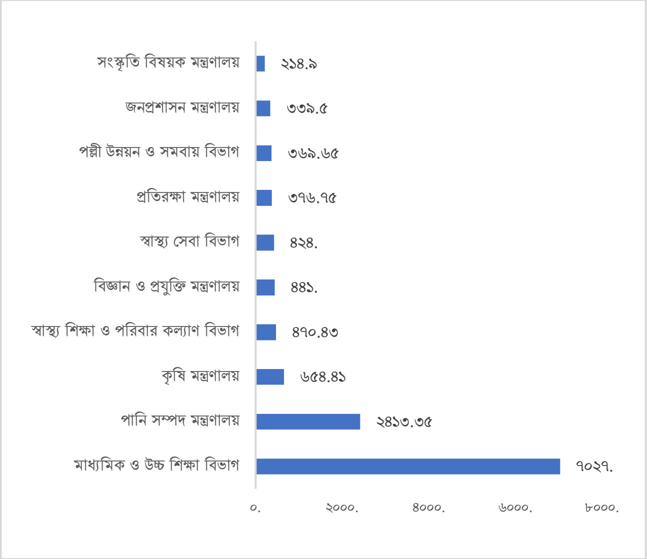

লেখচিত্র ৯.৯: ২০২৩-২৪ অর্থবছরে উন্নয়ন খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রাপ্ত অনুদানের পরিমাণ (কোটি টাকা)

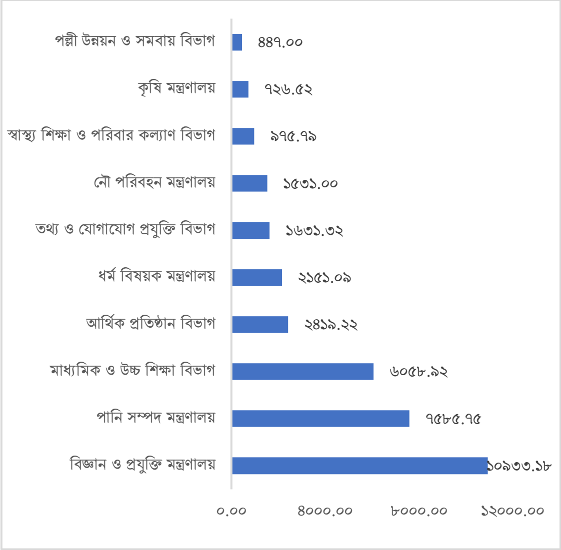

উৎস: iBAS++

প্রতিষ্ঠানভিত্তিক পর্যালোচনায় দেখা যায়, ১৩৭টি স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পরিচালন খাতে সর্বোচ্চ অনুদান প্রাপ্ত ১০টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ১১,০৯৮.১৩ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে (লেখচিত্র ৯.১০)। এ ১০টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে পরিচালন খাতে স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বরাদ্দকৃত মোট অনুদানের ৭৭ শতাংশের অধিক বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। অপরদিকে, উন্নয়ন অনুদানের ক্ষেত্রে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রাপ্ত ১০টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ৩২,২৬৭.৯৮ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

এ ১০টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে উন্নয়ন খাতে স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বরাদ্দকৃত মোট অনুদানের ৮৮ শতাংশের অধিক বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। (লেখচিত্র ৯.১১):

লেখচিত্র ৯.১০: ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পরিচালন খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত ১০টি স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্ত অনুদানের পরিমাণ (কোটি টাকা)

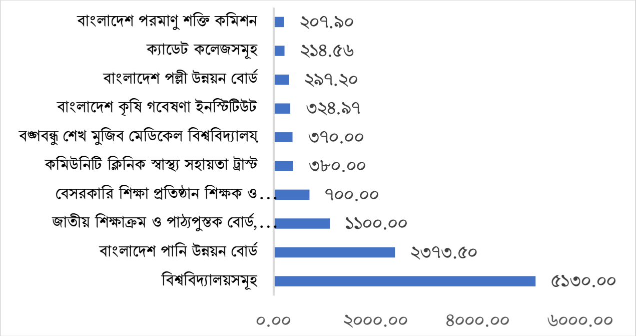

লেখচিত্র ৯.১১: ২০২৩-২৪ অর্থবছরে উন্নয়ন খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত ১০টি স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্ত অনুদানের পরিমাণ (কোটি টাকা)

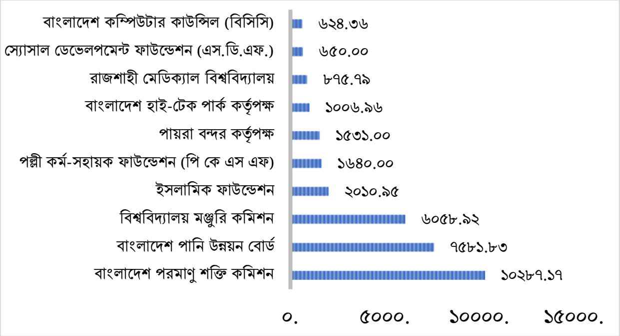

উৎস: iBAS++

২০২৩-২৪ অর্থবছরে পরিচালন খাতে অনুদানপ্রাপ্ত ১৩৭টি স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয় পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ৯১টি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কোন আয় নেই। ৪৬টি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয় থাকলেও সম্মিলিতভাবে এর পরিমাণ ১,৪৩৯.৫৯ কোটি টাকা। এ আয় দ্বারা প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট পরিচালন ব্যয়ের মাত্র ১০ শতাংশ নির্বাহ করা সম্ভব। স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন খাত যেমন- কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, সংস্কৃতির বিকাশ, ইতিহাস-ঐতিহ্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয়ের অপ্রতুলতার জন্য সরকারের ওপর নির্ভরশীলতা প্রতি বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, বার্ষিক আর্থিক বিবরণী প্রণয়ন ও প্রকাশ এবং নিজস্ব আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা সম্ভব।